দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ: 12 JAN 2009
পৃষ্ঠা: ৩ কলাম: ৬

ঢাকায় যানজট কমাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজস্ব পরিবহনব্যবস্থা চালুর সুপারিশ

আনোয়ার হোসেন ●

ঢাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ—বিআরটিএ। সংস্থাটি ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে ঢাকায় একই পরিবারের একাধিক সদস্যের নামে একাধিক কার, জিপ ও মাইক্রোবাসের নিবন্ধন না দেওয়ার বিষয়ে নীতিমালা তৈরিরও সুপারিশ করে।

জানা যায়, বিআরটিএ এ সংক্রান্ত সুপারিশমালা অনুমোদনের জন্য গত ডিসেম্বর মাসে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিআরটিএর এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে ঢাকার যানজট নিরসনে কিছু হলেও অগ্রগতি হবে।

সূত্র জানায়, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) এম এ মতিনের সভাপতিত্বে গত বছরের মার্চে ঢাকার যানজট নিরসনসংক্রান্ত আন্তমন্ত্রণালয় সভা হয়। ওই সভায় বলা হয়, ঢাকায় প্রতিদিন সাড়ে সাত লাখ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৪০ শতাংশ স্কুলে যাতায়াতের জন্য ব্যক্তিগত যানবাহন ব্যবহার করে। এটি যানজটের অন্যতম কারণ উল্লেখ করে সভায় অংশগ্রহণকারীরা স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের নিজস্ব গাড়ি ব্যবহারের পরিবর্তে বাসে যাতায়াতের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি হয়নি।

পরে একাধিক বৈঠকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সময়সূচি পরিবর্তন ও এসব প্রতিষ্ঠানের আলাদা পরিবহন ব্যবস্থা করার ওপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সময়সূচি পরিবর্তন করলেও নিজস্ব পরিবহনব্যবস্থা এখনো হয়নি।

এ বিষয়ে পরিবহন বিশেষজ্ঞ ড. রহমতউল্লাহ প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা বাস খুব দরকার। এতে যানজট কমবে। তিনি ছোট গাড়ি কমানোর জন্য আমদানির ওপর অধিক শুল্ক এবং গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য উচ্চ হারে চার্জ আরোপের পরামর্শ দেন।

ঢাকা সিটি করপোরেশনের সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা মহানগরের আয়তন এক হাজার ৫২৯ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে ফুটপাত ও ছোট-বড় মিলিয়ে রাস্তা রয়েছে প্রায় দুই হাজার ২৫০ কিলোমিটার। মোট ভূমির তুলনায় রাস্তার পরিমাণ সাত থেকে নয় ভাগ। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, একটি আদর্শ শহরে মোট ভূমির অন্তত ২৫ ভাগ রাস্তা থাকতে হয়। এদিক থেকে ঢাকায় রাস্তা কম। তবে বাড়ছে ছোট গাড়ি।

বিআরটিএর হিসাব অনুযায়ী, ২০০০ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ঢাকায় দুই লাখ ২০ হাজার ২৯৮টি মোটরযান নিবন্ধন নেয়। এর মধ্যে কার, জিপ, মাইক্রোবাস, ট্যাক্সি ও অটোরিকশার সংখ্যা প্রায় ৯৫ হাজার। ওই সময়ে প্রায় ৮৮ হাজার মোটরসাইকেল নিবন্ধন পায়। বাস-মিনিবাস নিবন্ধন হয় নয় হাজার ৮৮৫টি। নিবন্ধন হওয়া অন্য মোটরযানের মধ্যে রয়েছে ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, হিউম্যান হলার ও মিশুক।

বিআরটিএ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো সুপারিশে ঢাকায় ছোট গাড়ি কমিয়ে আনতে ২০ বছরের অধিক পুরোনো কার, জিপ ও মাইক্রোবাস চলাচল নিষিদ্ধ করা এবং ১০ বছর পর থেকে এসব যানের রোড ট্যাক্স দ্বিগুণ ও ১৫ বছর পর তা তিনগুণ করার কথা বলেছে। তারা ব্যক্তিগত গাড়ির শূন্যতা কমিয়ে যাত্রীসুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিক আসনের বাস নামানোরও পরামর্শ দিয়েছে। তারা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা—বিআরটিসি ও বেসরকারি মালিকানায় আর্টিকুলেটেড (জোড়া) বাস নামানোর পক্ষে মতামত দিয়েছে। এসব বাসে কমপক্ষে ১০০ যাত্রী বহন করা সম্ভব বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়।

বিআরটিএর একজন কর্মকর্তা জানান, বিআরটিএ যে প্রস্তাব দিয়েছে, তা বাস্তবায়িত হলে যানজট অনেক কমে যাবে। তবে পুরো প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে নীতি-নির্ধারকদের আগ্রহের ওপর। কারণ অতীতেও এ ধরনের অনেক প্রস্তাব দিয়ে খুব একটা লাভ হয়নি।